যুগান্তর

তারিখ ..... 23 APR 2017
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১ .....

হাতাহাতি-উত্তেজনা

ভিকারুননিসার জিবি নির্বাচন অনুষ্ঠিত

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের অন্যতম সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের গভর্নিং বডির (জিবি) সদস্য নির্বাচন শনিবার অনুষ্ঠিত হয়। এতে ছয়জন অভিভাবক প্রতিনিধি ও তিনজন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। এদিন পাল্টাপাল্টি অভিযোগের জেরে দুই প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে।

নির্বাচনে প্রিজাইডিং কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেন ঢাকার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) আবু আলী মো. সাজ্জাদ হোসেন। পরে ফলাফল ঘোষণা করেন তিনি।

অভিভাবক প্রতিনিধির ব্যাপারে রাত ৯টায় প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, কলেজ শাখায় দুটি সদস্য পদের একটিতে অ্যাডভোকেট ইউনুচ আলী আকন্দ নির্বাচিত হয়েছেন। অপরটিতে সমানসংখ্যক ভোট পেয়েছেন আতাউর রহমান ও মোশারেফ হোসেন। হাইস্কুল শাখায় নির্বাচিত হয়েছেন মারুফ আহমেদ মুনসুর ও ডা. মজিবুর রহমান হাওলাদার, প্রাথমিক শাখায় ডা. তাজুল ইসলাম এবং সংরক্ষিত মহিলা আসনে খুরশিদ জাহান।

শিক্ষক প্রতিনিধিরা হলেন— হাইস্কুল শাখায় মাহবুবুর রহমান এবং সংরক্ষিত মহিলা শিক্ষক প্রতিনিধি মুশতারি সুলতানা। কলেজ শাখায় সাজেদা বেগম ও ড. ফারহানা বেগম সমানসংখ্যক ভোট পেয়েছেন। রাত সাড়ে ১০টায় জানা যায়, কলেজ শাখায় অভিভাবক এবং শিক্ষক প্রতিনিধি সদস্য পদে সমান ভোট পাওয়া চারজনের ভোট গণনা চলছিল।

চারটি শাখায় অভিভাবক প্রতিনিধি হিসেবে মোট ৩০ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এর মধ্যে কলেজ প্রতিনিধি সাতজন, মাধ্যমিকে নয়জন, প্রাথমিকে

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৭

ভিকারুননিসার জিবি নির্বাচন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

১০ জন ও সংরক্ষিত মহিলা আসনে চারজন ছিলেন। শিক্ষক প্রতিনিধি ছিলেন ১২ জন। এর মধ্যে স্কুলপর্যায়ে ছয়জন, কলেজে দু'জন এবং সংরক্ষিত মহিলা শিক্ষিকা আসনে চারজন ছিলেন।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের প্রবিধানমালা অনুযায়ী, এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে ১১ থেকে ১২ সদস্যের কমিটি গঠিত হয়ে থাকে। সাধারণত প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার পর স্থানীয় সংসদ সদস্যের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে অধ্যক্ষ সভাপতি হিসেবে তিনজনের একটি প্যানেল পাঠান শিক্ষা বোর্ডে। ওই তিনজন নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে হতে পারেন, বাইরে থেকেও হতে পারেন। যদি বাইরে থেকে নাম প্রস্তাব ও অনুমোদন পাওয়া যায়, তাহলে গভর্নিং বডির সদস্য সংখ্যা ১২ জন হয়, নইলে ১১ জনই থাকে।

সকাল ১০টায় উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন কার্যক্রম শুরু হয়। এতে প্রায় ২৩ হাজার অভিভাবক ও শিক্ষক ভোটার ছিলেন। কিন্তু বৃষ্টির কারণে ভোটার উপস্থিতি কিছুটা কম ছিল। বেইলি রোডের মূল ক্যাম্পাস, আজিমপুর, বসুন্ধরা ও ধানমণ্ডি শাখা ক্যাম্পাসে একযোগে ভোটগ্রহণ কার্যক্রম শুরু হয়। এ চার স্থানে অভিভাবকদের জন্য ৫৮টি আর শিক্ষকদের জন্য তিনটি বুথে ভোট নেয়া হয়। প্রিজাইডিং কর্মকর্তা জানান, দুই শতাধিক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রায় দুই-শতাধিক পুলিশ সদস্য ছিলেন।

বসুন্ধরা শাখায় ভোট দিতে আসা অভিভাবক প্রতিনিধি শিব্বির আহমদ ফরাজী বলেন, প্রার্থীদের প্রতিশ্রুতি দেখে ভোট দিয়েছি। আমরা আশা করব, তারা প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন। তিনি বলেন, আমার মেয়ে এই স্কুলে প্রাথমিক স্তরে পড়ে। তাকে ভর্তির পর ভোট পাইনি। তাই আমাদের প্রতিনিধি নির্বাচনে আগ্রহ একটু বেশি ছিল।

বেইলি রোড মূল ক্যাম্পাসে ভোট দেন আনোয়ার হোসেন জয়। তিনি বলেন, কোন ঝামেলা ছাড়াই মনোনীত ব্যক্তিকে ভোট দিতে পেরেছি। কমিটিতে ভালো মানুষরা জায়গা করে প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ সুন্দর রাখবেন এই প্রত্যাশা রাখি।

হাতাহাতি-উত্তেজনা : এর আগে নির্বাচনের শেষ মুহূর্তে দুই প্রার্থীর উত্তেজনা দেখা দেয়। অভিভাবক প্রার্থী অ্যাডভোকেট ইউনুচ আলী আকন্দ দাবি করেন, ভোটের পাল্লা ভারি হওয়ায় অপর প্রার্থী আতাউর রহমানের লোকজন তার ওপর আক্রমণ করেছে। এ ছাড়া তিনি এই প্রার্থীর বিরুদ্ধে তার কর্মীদের ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেয়া, ভুয়া ভোট দেয়ানোর অভিযোগও করেন। অবশ্য আতাউর রহমান এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, নির্বাচন বানচাল করতে এমন মিথ্যা অভিযোগ করছেন ওই প্রার্থী। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, স্কুলের গেটের সামনে উভয় প্রার্থীর কর্মীরা পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভ করেন।

তবে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে দাবি করে দায়িত্বরত প্রিজাইডিং কর্মকর্তা বলেন, দুই প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে হাতাহাতি হওয়ায় আমরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় সব প্রার্থীর কর্মীদের ভোট কেন্দ্র থেকে বের করে দেই। তবে প্রার্থীরা কেন্দ্রে ছিলেন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এম.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর